বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য

বিষয় ঃ অর্থনীতি ১ম পত্র

অধ্যায় ঃ মূলধন

মডেল প্রশ্ন-০১

২০১৭ সালের জুন মাসে 'A' দেশে মোট মূলধন ছিল ৯০০০ কোটি টাকা। ২০১৮ সালের জুন মাসে মোট মূলধনের পরিমাণ দাড়ায় ১০,০০০ কোটি টাকা। ঐ সময়ে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয়ছিল প্রধান উৎস হলো সঞ্চয়। তাই সম্প্রতি দেশটির মূলধন গঠনের হার ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার বিনিয়োগে রখাত তৈরীসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

ক) ভাসমান মূলধন কী? ১

খ) মূলধন একটি নিষ্ক্রিয় উপাদান-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে প্রকৃত/নিট মূলধন গঠনের পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ) মূলধন গঠনের জন্য অতীব প্রয়োজন হলো বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি,
তুমি কি একমত? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১নং প্রঃ উঃ ক

যে মূলধন একাধিক উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় এবং প্রয়োজনে এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা যায় তাকে ভাসমান মূলধন বলে।

১নং প্রঃ উঃ খ

মানুষের উৎপাদিত সম্পদের যে অংশ সরাসরি ভোগের জন্য ব্যবহার না হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে অর্থনীতিতে মূলধন বলে।

মূলধন নিজে কিছুই উৎপাদন করতে পারে না। যেমন-যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা কিছু উৎপাদন করে নিযুক্ত হয় তখনই উৎপাদন সম্ভব। তাই মূলধনকে নিষ্ক্রিয় উপাদান বলে।

১নং প্রঃ উঃ গ

একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে যে পরিমাণ মূলধন সামগ্রী বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যে পরিমাণ মোট মূলধন গঠিত হয়তা থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায় তাকে প্রকৃত/নিট মূলধন গঠন বলে।

যদি t সময়ে মূলধনের মজুদ k_t এবং (t+1) সময়ে মূলধনের মজুদ k_{t+1} হয় মোট মূলধন গঠন= k_{t+1} -kt এরূপ মূলধন গঠন দ্বারা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না, তাই প্রকৃত অবস্থা জানা যায় না।

তাই প্রকৃত অবস্থা জানতে ঐ সময়ের মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয় বাদ দিতে হবে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায় A দেশে ২০১৭ সালের মোট মূলধন ৯০০০ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ২য় ১০,০০০ কোটি টাকা।

∴মোট মূলধন গঠনের পরিমাণ

= (kt+1 - kt)

= (১০,০০০ - ৯০০০) কোটিটাকা

= ১০০ কোটিটাকা।

সুতরাংপ্রকৃত/নিট মূলধন গঠনের পরিমাণ হবে-

(১০০০-৩০০) কোটি টাকা

= ৭০০ কোটিটাকা

যদি মূলধন গঠনের হার নির্ণয় করতে বলে তাহলে-

ভিত্তি বছর তথা == এর মূলধন দ্বারা প্রকৃত মূলধন কে ভাগ করে ১০০ দ্বারা গুণ করতে হবে।

অর্থাৎ, এক্ষেত্রে $\frac{৭০০}{৯০০০} \times ১০০$

∴ মূলধন গঠনের হার =৭.৭৮%

১নং প্রঃ উঃ ঘ

হ্যাঁ বক্তব্যটির সাথে আমি একমত।

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি, সঞ্চিত অর্থ সংগ্রহ এবং মূলধন দ্রব্য উৎপাদনে তা বিনিয়োজিত করা হয় তাকে মূলধন গঠন বলে।

মূলধন গঠনের প্রক্রিয়া ৩টি স্তরে বিভক্ত আর্থিক সঞ্চয় সৃষ্টি আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ সৃষ্টি আর্থিক সঞ্চয় সংগ্রহ ও ঋণদানও সঞ্চয়কে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর।

সঞ্চয় সৃষ্টি নির্ভর করে সঞ্চয়ের সামর্থ্য সঞ্চয়ের ইচ্ছা ও বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধার উপর।

উদ্দীপকে সঞ্চয় সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সরকার বিনিয়োগের খাত তৈরীতে বেশি গুরুত্ব সুবিধা পয়েন্ট গুলো ব্যাখ্যা করতে হবে।

সর্বশেষে প্যারায় আর্থিক সঞ্চয়কে মূলধনী দ্রব্যে রূপান্তর পয়েন্টটি ব্যাখ্যা করে-উপসংহার লিখতে হবে। বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ না থাকলে, অর্থাৎ সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করলে কারখানায় বিনিয়োগ বিঘ্নিত হয় উৎপাদন কম হয় এবং মূলধন গঠন প্রক্রিয়া ব্যাহত নয়।

কাজেই মূলধন গঠনের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশে অব্যাহত বিনিয়োগ চালু রাখা দরকার।

মডেল প্রশ্ন-০২

কালাম সাহেব তার বিস্কুট কারখানাটি বিক্রয় করে একটি কলম ফ্যাক্টরীর জন্য একটি ভবন তৈরি করলেন। সোনালি ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে কলকব্জা ক্রয় করেন এবং অগ্রণী ব্যাংক হতে ১০ লক্ষ টাকা গ্রহণ করে মিলটি চালু করেন।

ক) নিমজ্জমান মূলধন কী? ১

খ) সঞ্চয় কীভাবে মূলধন গঠনে সহায়ক? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে মূলধনের কোন ধরনের গতিশীলতা প্রকাশ পায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের তথ্য হতে চলতি মূলধন চিহ্নিত করে তা স্বল্প সময়ে অধিক সুনাম বৃদ্ধি করে-বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রঃ উঃ ক

যেসব মূলধন শুধু একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত এবং যা অন্য কোন উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় না তাকে নিমজ্জমান মূলধন বলে।

২নং প্রঃ উঃ খ

সঞ্চয় বাড়লে মূলধন বাড়ে, সঞ্চয় কমেল মূলধন কমে এভাবেই সঞ্চয় মূলধন গঠন কে প্রভাবিত করে।

মানুষ তার অর্জিত আয়ের একটি অংশ ভাগের জন্য ব্যয় করে এবং বাকি অংশ সঞ্চয় করে। এই সঞ্চিত অর্থ নানাভাবে বিনিয়োগে রূপান্তরিত হয় এবং মূলধন গঠিত হয়। অর্থাৎ সঞ্চয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়বে এবং মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে। তাই যখন মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে তখন মূলধন গঠনের পরিমাণও বাড়ে। আবার যখন সঞ্চয় কমে মূলধন গঠনের পরিমাণও হ্রাস পায়।

২নং প্রঃ উঃ গ

উদ্দীপকে কারবারগত গতিশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

কারবার গত গতিশীলতা কী

উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করে

উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে মিল রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে।

২নং প্রঃ উঃ ঘ

উদ্দীপকে অগ্ননী ব্যাংক হতে নেয়া ১০ লক্ষ টাকা হলো চলতি মূলধন।

চলতি মূলধন কাকে বলে?

উদাহরণ দিতে হবে।

চলতি মূলধনের বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে।

উদ্দীপকে কালাম সাহেবের কলম ফ্যাক্টরীর ভবন নির্মান ও সোনালী ব্যাংক হতে নেয়া ঋণ স্থায়ী মূলধন কে নির্দেশ করে কারণ সোনালী ব্যাংক হতে নেয়া ঋণ দিয়ে তিনি কলকব্জা ক্রয় করেন। যেহেতু অগ্রনী ব্যাংকের ঋণ দিয়ে মিলটি চালু করেন এবং তা স্থায়ী সম্পত্তিকে সচল রেখে উৎপাদনে সহায়তা করে কাজেই তা চলতি মূলধনকে নির্দেশ করে।

স্থায়ী মূলধন শুধু উৎপাদন ক্ষেত্র তৈরি করে। চলতি মূলধন তার সাথে যুক্ত হয়ে উৎপাদন কাজকে চলমান করে। এর ফলে দ্রব্য বা সেবা উৎপাদিত হয়। যা মুনাফা অর্জনের পথকে প্রসারিত করে স্বল্পকালে স্থায়ী মূলধন পরিবর্তন করা যায় না কিন্তু চলতি মূলধন পরিবর্তন করা যায় যা ব্যবসায়ের সুনাম বৃদ্ধিতে মূখ্য ভূমিকা রাখে।

মডেল প্রশ্ন-০৩

জনাব শরীফ ঢাকায় একটি আইসক্রিম ফ্যাক্টরীর মালিক। তিনি প্রতি মাসে কারখানার বাড়িভাড়া বাবদ ১৫,০০০ টাকা, বিদ্যুৎ বিল বাবদ ৩,০০০ টাকা এবং মেশিন মেরামত বাবদ ২,০০০ টাকা ব্যয় করেন। এছাড়া কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ৬০,০০০ টাকা, শ্রমিকের মজুরি বাবদ ২০,০০০ টাকা প্রতি মাসে ব্যয় করেন। কিন্ত উল্লেখযোগ্য মুনাফা অর্জন করতে না পারায় তিনি আইসক্রিম ফ্যাক্টরী বন্ধ করে রাজশাহীতে একটি আমের জুস উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন। রাজশাহীতে জুসের কাঁচামালের

সহজলভ্যতা ও উৎপাদন ব্যয়ের স্বল্পতার কারণে এটি একটি আমের জুস উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন। রাজশাহীতে জুসের কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও উৎপাদন ব্যয়ের স্বল্পতার কারণে এটি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এখন তার কারখানার জুস বিদেশে ও রপ্তানি হচ্ছে।

ক) স্তরগত গতিশীলতা কী? ১

খ) অর্থ ও মূলধন কি এক? ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকের তথ্য হতে স্থায়ী মূলধন নির্ণয় কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে জনাব শরীফের কার্যক্রমে সংগঠিত মূলধনের গতিশীলতাটির ধরন উল্লেখপূর্বক মূলধন স্থানান্তর অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে-বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রঃ উঃ ক

অধিক মুনাফা লাভের আশায় এক স্তর হতে মূলধন অন্যস্তরে অর্থাৎ চলতি মূলধন হতে স্থায়ী মূলধনে রূপান্তর হলে তাকে স্তরগত গতিশীলতা বলে।

৩নং প্রঃ উঃ খ

অর্থ; মূলধন হতে ও পারে আবার না ও পারে।

অর্থ হলো বিনিময়ের মাদ্যমে, সঞ্চয়ের বাহন ও মূল্যের পরিমাপক, এবং মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। যা পুনরায় উৎপাদনে অবদান রাখলে তা-ই মলধন, উৎপাদনকে গতিশীল রাখতে প্রয়োজন অর্থ। অর্থাৎ অর্থ যদি উৎপাদন কাজে ব্যবহ হয় তাহলে তাকে মূলধন বলা যাবে। যে অর্থ সঞ্চয় করে রাখা হয় বা ভোগের জন্য ব্যয় করা হয় সেই অর্থ মূলধন নয়। সুতরাং অর্থ যদি মুনাফা অর্জনে বিনিয়োর্জিত হয়, যা উৎপাদনে অবদান রাখবে তা মূলধন হিসেবে গণ্য হবে।

৩নং প্রঃ উঃ গ

যে সব মূলধন উৎপাদন কাজে বারবার ব্যবহার করা হলেও এদের কোনো ক্ষতি বা পরিবর্তন হয় না তাকে স্থায়ী মূলধন বলে।

---উদাহরণ দিবে।

---বৈশিষ্ট্য লিখবে।

উদ্দীপকের তথ্যে আলোকে স্থায়ী মূলধন ঃ

বাড়ি ভাড়া -----১৫,০০০ টাকা

বিদ্যুৎ বিল-----৩,০০০ টাকা

মেশিন মেরামত খরচ----২,০০০ টাকা

সুতরাং,

স্থায়ী মূলধন=(১৫,০০০+৩০০০+২০০০) = ২০,০০০ টাকা।

৩নং প্রঃ উঃ ঘ

অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা ।

সংজ্ঞা লিখতে হবে।

উদাহরণ দিতে হবে।

উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে মিল রেখে বিনিয়োগের আকষর্ণীয় পরিবেশের কারণে এই গতিশীলতা ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গতিশীলতার গুরত্ব ব্যাখ্যা করতে হবে।

মডেল প্রশ্ন-০৪

মি. করিম একটি ফ্যাক্টরির মালিক। ২০১৫ সালের ১লা জানুয়ারিতে তার ফ্যাক্টরিতে মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,০০,০০০ টাকা। প্রতি বছর ১০% হারে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। সম্প্রতি সরকার ব্যাংক ও পোস্ট অফিসে বিভিন্ন মেয়াদী আমানতের সুদের হার ১০% থেকে ৮% করেছে।

ক) সঞ্চয় কী? ১

খ) খনির প্রাকৃতিক গ্যাস মূলধন কি না-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি ব্যয় ৩,০০০ টাকা হলে ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারিতে নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ উক্ত দেশের মূলধন গঠনের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রঃ উঃ ক

আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে ভবিষ্যতের জন্য রাখা হয় তাকে সঞ্চয় বলে।

৪নং প্রঃ উঃ খ

মূলধন নয়।

মূলধন হলো মানব সৃষ্ট সম্পদ। প্রাকৃতিক গ্যাস প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ মূলধনের উৎপাদন খরচ আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাস নিজে নিজেই উৎপাদিত হয় যার উৎপাদন খরচ নেই। তাই প্রাকৃতিক গ্যাস কে মূলধন বলা যাবে না।

৪নং প্রঃ উঃ গ

- নিট মূলধন কাকে বলে লিখতে হবে।
- উদ্দীপকে ২০১৫ সালের ১লা জানুয়ারিতে মূলধনের পরিমাণ ছিল, ১,০০,০০০ টাকা ১০% মূলধন বৃদ্ধি পেলে ২০১৬ সালে মূলধন হবে-

মূল মূলধন	১,০০,০০০ টাকা
মূলধন বৃদ্ধি (১০%)	১০,০০০ টাকা
	১,১০,০০০ টাকা

প্রতি বছর ১০% হারে মূলধন বাড়ে-

∴ ২০১৭ সালে মূলধনের পরিমাণ হবে

মূল মূলধন ১,১০,০০০ টাকা

মূলধন বৃদ্ধি (১০%) ১১,০০০ টাকা

১,২১,০০০ টাকা

∴নিট মূলধন = ১,২১,০০০ টাকা।

মূলধনের ক্ষয়ক্ষমতা জনিত ব্যয় (-) ৩,০০০ টাকা।

১,১৮,০০০ টাকা।

∴ ২০১৭ সালের নিট মূলধন বৃদ্ধির পরিমাণ (১,১৮,০০০-১,০০,০০০)= ১৮,০০০ টাকা।

৪নং প্রঃ উঃ ঘ

মূলধন গঠন হ্রাস পাবে।

- মূলধন গঠন কাকে বলে?
- মূলধন গঠনের প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে লিখবে।
- উদ্দীপকে সুদের হার (১০-৮)% = ২% কমেছে।
- সুদের হারের হ্রাস বৃদ্ধি কীভাবে সঞ্চয় কে প্রভাবিত করে তা লিখতে হবে।

মডেল প্রশ্ন-০৫

বেলাল ভাড়ায় অটোরিক্সা চালায়। তার স্বপ্ন সে একদিন নিজেই অটোরিক্সা কিনবে। সেই লক্ষ্যে সে প্রতিদিন অটোরিক্সার ভাড়া মিটিয়ে যা অবশিষ্ট থাকতো তার অর্ধেকের বেশি টাকা একটি ব্যাংকে জমা রাখতো। এভাবে ২ বছরে তার অটোরিক্সা কেনার টাকা জমে গেলো। সে ঐ টাকা দিয়ে অটোরিক্সা কিনে ভালোভাবে দিন অতিবাহিত করছে।

ক) জাতীয় মূলধন কী? ১

খ) পেট্রোল কে কেন চলতি মূলধন বলে? ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত ব্যাংকটির ধরণ চিহ্নিত কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে বেলালের ক্রয়কৃত অটোরিক্সাটি উৎপাদনের কোন উপকরণ উৎপাদনের কোন উপকরণ উল্লেখপূর্বক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৪

৫নং প্রঃ উঃ ক

যে মূলধন রাষ্ট্রীয় মালিকানায় থাকে, তাকে জাতীয় মূলধন বলে।

৫নং প্রঃ উঃ খ

যেসব মূলধন উৎপাদন ক্ষেত্রে একবার ব্যবহৃত হলে তা নিঃশেষ হয়ে যায় বা অন্যরূপ ধারণ করে তাকে চলতি মূলধন বলে।

পেট্রোল সাধারণত কোনো কারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তা ব্যবহারে নিঃশেষ হয়ে যায়। আবার বিদ্যু উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহৃত হলে অন্যরূপ ধারণ করে এজন্য পেট্রোলকে চলতি মূলধন বলে।

৫নং প্রঃ উঃ গ

ব্যাংকটি বাণিজ্যিক ব্যাংক।

- সংজ্ঞা লিখবে।
- বৈশিষ্ট্য/কার্যাবলী লিখবে।
- উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে মিল রেখে তা কীভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক তা উপস্থাপন করবে।

৫নং প্রঃ উঃ ঘ

উৎপাদনের ৩য় উপকরণ মূলধন

- মূলধন কী লিখবে।
- মূলধনের কিছু বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে।
- উদ্দীপকে অটোরিক্স ক্রয় মূলধনের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যায়-বর্ণনা করতে হবে।
- অর্থনীতিতে মূলধনের গুরুত্ব আলোচনা করতে হবে সংক্ষেপে।